রূপকল্প-২০২১

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

৪২৩-৪২৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

www. telecomdept.gov.bd

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

সমন্বয়ঃ জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান আকন্দ, পরিচালক (প্রশাসন), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

প্রচ্ছদঃ জনাব আমিনুল হাসান, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ

প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিঃ

ডিজাইন এন্ড প্রিন্টঃ মদিনা পাবলিশার্স, কাটাবন, ঢাকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।"

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Mustafa Jabbar
Minister
Ministry of Posts, Telecommunications & IT
Government of the People's Republic of Bangladesh

বাণী

'টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর' বা 'ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমিউনিকেশন' (ডিওটি) একটি নব-সৃজিত প্রতিষ্ঠান। টেলিযোগাযোগ সেবার মান বৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনার জন্য ২০০৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র টেলিযোগাযোগ সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড' (বিটিটিবি)-কে কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। মূলতঃ বিটিটিবিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক-নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজন করা হয়। ডিওটি গঠনের পর এই প্রথম বারের মতো এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ডিওটি'র কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রকাশ পাবে - এ আমার বিশ্বাস।

ডিওটি সরকারের টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও বর্তমানে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধানের জন্য "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করব, ভবিষ্যতে ডিওটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে চলমান অগ্রগতির অগ্রযাত্রা বেগবান করতে অবদান রাখবে।

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। সরকারের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই পদক্ষেপ 'তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে কিসিঞ্জারদের তাচ্ছিল্য খ্যাত বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোলমডেল। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার এই বাংলাদেশ উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার সরকারি উদ্যোগের ফলে বর্তমানে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ২০০৮ সালে ৪ কোটি ৪৬ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আগস্ট ২০১৮ শেষে প্রায় ১৫.৪১ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৪০ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯.০৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে টেলিডেনসিটি প্রায় ৯৪% এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি প্রায় ৫৫%। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার ২০০৮ সালের মাত্র ৭.৫ জিবিপিএস থেকে বেড়ে এখন ৯০০ জিবিপিএস। ৪জি এবং এমএনপি চালু করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। এই অর্জন গত দশ বছরের অর্জন। বর্তমান সরকারের অর্জন। সরকারের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই দেশের সকল জেলা ও উপজেলাসহ প্রায় ৮৭ভাগ ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া হচ্ছে যা আগামী জুন ২০১৯ এর মধ্যেই সকল ইউনিয়ন পরিষদে বিস্তৃত হবে। পাশাপাশি, সারাদেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক বিস্তারের জন্য মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা দানকারীদের রেডিও স্পেকট্রাম বরাদ্দসহ ৪জি সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-৫ এর সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের জন্য গর্বের বিষয় এই যে, সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসাবে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রযুক্তি নির্ভর, জ্ঞানসমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে আমরা বদ্ধপরিকর।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের ডিওটি'র উদ্যোগ সফল হোক - স্বার্থক হোক ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা জব্বার

শ্যাম সুন্দর সিকদার
সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নবসৃজিত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি)'র গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য পূরণে জনগণের দোড়গোড়ায় সব ধরণের সেবা পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে সরকার টেলিযোগাযোগ খাতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাই বিভিন্ন উন্নয়নমুখি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, জন-নিরাপত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী একটি কার্যকর টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তুলতে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষে ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা; সারাদেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন; বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকার ইতিমধ্যে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রযুক্তিগত সহজলভ্যতার কারণে এর অপব্যবহার রোধ করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান এবং দেশের সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। তা সুনিশ্চিত করার লক্ষে সাইবার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন ও সচেতনতা সৃষ্টিতেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এই জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ ছাড়া এই দপ্তর টেলিযোগাযোগ সেক্টরে প্রযুক্তিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরকে সহায়তা করছে। অধিকন্তু, সাইবার নিরাপত্তা ও নতুন নতুন প্রযুক্তিজ্ঞান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, জরিপ বা নিরীক্ষা সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি)'র ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাফল্য কামনা করছি।

২৪/১০/১৮

(শ্যাম সুন্দর সিকদার)
সচিব

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এই প্রথম নবসৃজিত "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর" (ডিওটি)'র বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান এবং সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর লক্ষ্যপূরণে সাশ্রয়ী ও সার্বজনীন আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতমানের টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার বদ্ধপরিকর।

২০১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ৩২ (বত্রিশ) জন লোকবল নিয়ে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর" (ডিওটি) তার যাত্রা শুরু করে। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরী ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান যথাঃ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং এর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, টেলিযোগাযোগ খাতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়েজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কারিকুলাম প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন; টেলিযোগাযোগ খাতের যন্ত্রপাতি ও সেবার মান নির্ধারণ, সরকারের অনুমোদনক্রমে টেলিযোগাযোগ বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, টেলিযোগাযোগ সেবার ট্যারিফ, কলচার্জ ও অন্যান্য চার্জ পরিচালনাকারী কর্তৃক সেগুলো নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুমোদন, বেতার তরঙ্গসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সীমিত সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নীতি প্রণয়ন, টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই অধিদপ্তর কাজ করতে পারবে।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সহযোগী চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ইন্টারনেট ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা রাখি।

আশা করি টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি) প্রকাশিত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সমাদৃত হবে।

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন)

মোঃ শরিফুজ্জামান
প্রাক্তন মহাপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

বাণী

প্রথম বারের মতো নবসৃজিত "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর" (ডিওটি)-এর কার্যক্রম, গৃহিত কর্মসূচী, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত।

বর্তমান সরকারের বহুল আলোচিত শ্লোগান 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর লক্ষ্যপূরণে টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উন্নতমানের সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সদা তৎপর রয়েছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং জনবলের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ডিওটি তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুন্দরভাবে ও সাফল্যের সাথে পালন করে চলেছে। ডিওটি তার কার্যপরিধির আওতায় এরই মধ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের কারিগরী পরামর্শ/মতামত প্রদান করেছে। তদুপরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত এই অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাগণ টেলিকম বিষয়ে নানা ধরনের কারিগরী মতামত প্রদান করছেন।

পরিশেষে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ শরিফুজ্জামান)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এনডিসি (অতিঃ সচিব)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল
[প্রাক্তন মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর]

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য তিনি 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'রূপকল্প-২০৪১' নির্ধারণ করেছেন। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার আগ্রযাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেলিযোগাযোগ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত টেলিযোগাযোগ সুবিধা সহজলভ্য হওয়ায় গ্রামের মানুষ ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন ও ব্যাপক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের উপরে।

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-কে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিঃ (বিটিসিএল)-এ রূপান্তরের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি) সৃজন করা হয়। বিটিসিএল-এ কর্মরত অধুনালুপ্ত বিটিটিবি'র ৬৬৮৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নবসৃজিত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি)-তে ন্যস্ত করা হয়। বিটিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বিশেষ ব্যবস্থায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৬,৫৩৬ (ছয় হাজার পাঁচশত ছত্রিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রেষণে বিটিসিএল-এ ন্যস্ত করা হয়। অবশিষ্ট ১৪৮ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের স্থায়ী কাঠামোর ২৩৮ টি পদের বিপরীতে পদায়ন করা হয়। বর্তমানে স্থায়ী কাঠামোতে ১৩০ (একশত ত্রিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত আছে। একেবারে শূন্য থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠা একটা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পূর্ণ কর্মক্ষম। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং লোকবলের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (ডিওটি) তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারূভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে পালন করে আসছে। ইতিমধ্যে ডিওটি থেকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের কারিগরী পরামর্শ ও মতামত প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন সংস্থার গঠিত কমিটিতে অত্র বিভাগের বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ অন্তর্ভূক্ত হয়ে টেলিকম বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ প্রদান করছেন। এছাড়া দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চতকরণের জন্য অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক "সাইবারথ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" নামক একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে। "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর" (ডিওটি)'র ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের সকল তথ্যাদি এ প্রতিবেদনটিতে সংযোজিত হয়েছে।

প্রথমবারের মতো একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও এর সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)

সম্পাদনা পর্ষদ

সঞ্জিব কুমার ঘটক
পরিচালক (মোবাইল সমন্বয়), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
আহবায়ক

মোহাঃ সামসুজ্জোহা
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, তার
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য

সাঈদ মাহমুদ
উপ-পরিচালক (সমন্বয়-পিএসটিএন ও গেটওয়ে), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
সদস্য-সচিব

সম্পাদকীয়

মূলতঃ প্রাক্তন বিটিটিবির' কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি চাকরীর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ১৪ ,২৭৯-(অংশ) ১৩.০০২.২২.০০৮.০০০০.০০.তারিখ : ২৫ জুন ২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে টেলিযোগাযোগ অ"ধিদপ্তর " **সৃজিত হয়** । **নবসৃজিত এই টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রথম (২০১৭-১৮ অর্থ বছরের) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক** ধন্যবাদ ও **কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।**

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তাঁর মূল্যবান বাণী প্রদান করায় প্রকাশনাটির কলেবর ঋদ্ধ হয়েছে । এছাড়া **প্রতিবেদনে** মূলবান বাণী প্রদান করায় এবং প্রতিবেদন প্রকাশে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ায় **ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব** মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি **সার্বিক** সহযোগীতা ও **পৃষ্ঠপোষকতা** প্রদানের জন্য **টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের** সম্মানিত **মহা-পরিচালক**-এর নিকট **সম্পাদনা পর্ষদ** বিশেষভাবে **কৃতজ্ঞ** ।

প্রতিবেদনে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পটভূমি, সৃজনের উদ্দেশ্য, সৃজিত জনবল কাঠামো, অধিদপ্তরের কার্যপরিধি, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী, সূচনাকাল থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম, অর্জন, ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশেষে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা করার সুযোগ দেয়ায় কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও নিজেকে ধন্য মনে করছি। কোনপ্রকার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। **প্রতিবেদনটি টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে আগ্রহী সুধীজনদের নিকট সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।**

সবাইকে ধন্যবাদ ।

সঞ্জিব কুমার ঘটক
পরিচালক (মোবাইল সমন্বয়), টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা
আহবায়ক

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা নম্বর**

উপক্রমণিকা
- রূপকল্প (Vision)
- অভিলক্ষ্য (Mission)
- কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পটভূমি
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের উদ্দেশ্য
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে সৃজিত জনবল কাঠামো
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি
আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু
বিগত সময়ে অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজসমূহ
প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক
- প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি
- পিআরএল, লাম্প গ্র্যান্ট, জিপিএফ, ছুটি ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম
- পদোন্নতি কার্যক্রম
- নিয়োগ বিধিমালা
- অফিস ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার কার্যক্রম
  - ই-নথি
  - বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
  - ওয়েব সাইট
  - ই-জিপি (ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং)
  - ডিজিটাল নোটিশ প্রেরণ
- ইনোভেশন
- নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- মামলা ব্যবস্থাপনা
- চুক্তিভিত্তিক প্যানেল আইনজীবি নিয়োগ
- বিভিন্ন কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক
- বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়
- ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

কারিগরী বিষয়ক
- টেলিযোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন কারিগরি মতামত ও সুপারিশ প্রদান
- কারিগরী এক্সপার্টাইজ হিসাবে বাইরের বিভিন্ন সংস্থার কমিটিতে অংশগ্রহণ

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প বিষয়ক
- চলমান প্রকল্প
- প্রকল্প পরিকল্পনা

বিবিধ
ফটোগ্যালারি

উপক্রমণিকা

রূপকল্প (Vision):

সাশ্রয়ী, সার্বজনীন এবং নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ সেবা সুনিশ্চিতকরণে সরকারকে সহায়তা করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়ে সাশ্রয়ী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা করার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সুদৃঢ়করণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য(Strategic Objectives):

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:-

- টেলিযোগাযোগ সেবার আধুনিকায়নে ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা;

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:-

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ওনৈতিকতার উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করা;
- দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন এবং
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পটভূমি, সৃজনের উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পটভূমি:

The Bangladesh Telegraph and Telephone Board Ordinance, 1970এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) গঠিত হয়। পরবর্তিতে ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিটিটিবিকে বিলুপ্ত করে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে যথাক্রমে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এবং বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) গঠন করা হয়। বিটিটিবি বিলুপ্ত হওয়ায় এর বিভিন্ন গ্রেডের পদসমূহের মধ্য থেকে ২৩৮টি স্থায়ী এবং৭,৫৩৬টি পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদসহ রাজস্ব খাতে সর্বমোট ৭,৭৭৪টি পদ নিয়েজনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের (স্মারকনং-০৫.১৫৬.০১৫.০৪.০০.০২৩.২০১০-২০৩, তারিখ:১৪ নভেম্বর ২০১৩) ও অর্থ বিভাগের (স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৬৩.১৪.০৩৪.১৪-৭৬, তারিখ: ১৬ এপ্রিল ২০১৪) সম্মতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩ (অংশ)-২৭৯, তারিখ: ২৫ জুন ২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর" "[Department of Telecommunications (DOT)]"সৃজিত হয়। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের প্রেক্ষিতে বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-এর জন্য সৃজিত সর্বমোট ১৯,০২৯ (উনিশ হাজার উনত্রিশ)টি পদের মধ্যে ১১,২৫৫ (এগার হাজার দুইশত পঞ্চান্ন)টি পদে কোন জনবল কর্মরত না থাকায় উক্ত পদসমুহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আরেকটি প্রজ্ঞাপন ারা বিলুপ্ত ঘোষনা করা হয়।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের উদ্দেশ্য:

- বিলুপ্ত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা;
- বিটিসিএল-কে একটি পুর্ণাঙ্গ কোম্পানী হিসাবে পরিচালনা; এবং
- টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে কারিগরী, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ / সহায়তা প্রদান।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি:

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থানান্তরিত স্থায়ী ও বিলোপযোগ্য পদের জনবলের বদলী/প্রেষন,পদোন্নতি,অবসর প্রস্তুতি ছুটি, পেনশন ইত্যাদি বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;
- টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সরকারকে কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান:

●টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন;
- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;

●টেলিযোগাযোগ খাতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কারিকুলাম প্রণয়ন;

●আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াঁজো, চুক্তি সম্পাদন এবং তাদের কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহনের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন;
- টেলিযোগাযোগ খাতের যন্ত্রপাতি ও সেবার মান নির্ধারণ;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে টেলিযোগাযোগ বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন;
- টেলিযোগাযোগ সেবার ট্যারিফ কল, চার্জ ও অন্যান্য চার্জ এবং পরিচালনাকারী কর্তৃক উহা নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুমোদন;
- বেতার তরঙ্গসহ টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে সৃজিত জনবল কাঠামো:

বিলুপ্ত বিটিটিবি'র অনুমোদিত জনবল ছিল-১৯,০২৯ টি

তাৎক্ষণিকভাবে বিলোপ করা হয়-১১,২৫৫ টি

নবসৃজিত অধিদপ্তরের জনবল-৭,৭৭৪ টি (স্থায়ী কাঠামোর পদ-২৩৮ টি, পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদ-৭,৫৩৬ টি)। স্থায়ী পদের মধ্যে কর্মকর্তা পর্যায়ে ৮১টি এবং কর্মচারী পযায়ে ১৫৭টি পদ অন্তর্ভুক্ত।

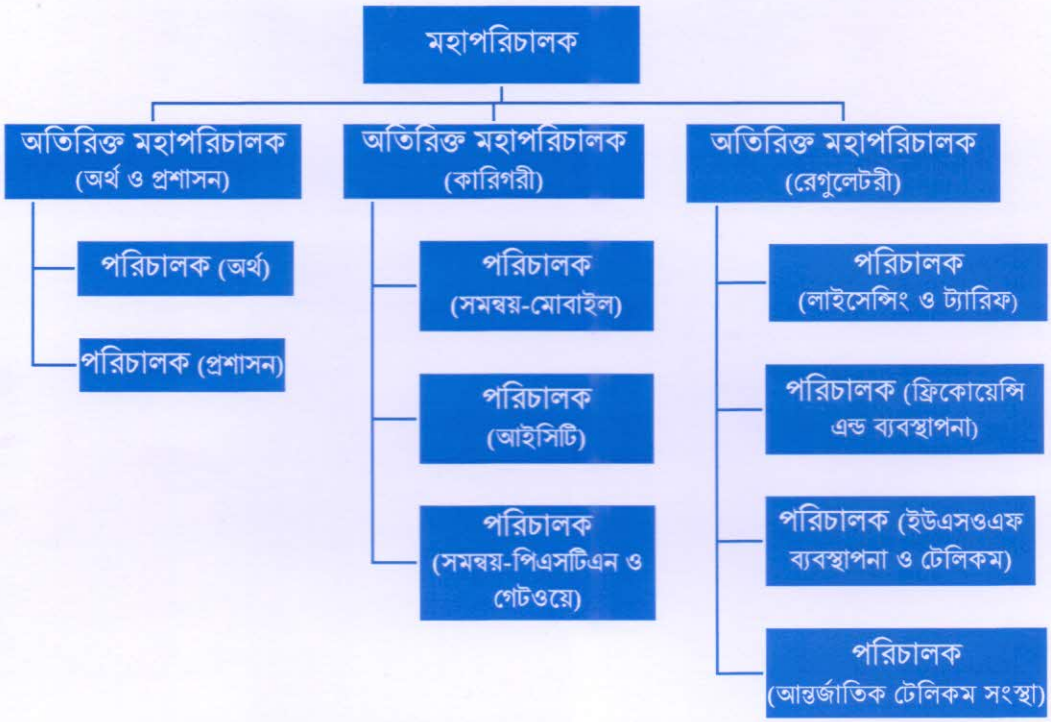

আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু:

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন করা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বিটিসিএল-এর তেজগাঁওস্থ টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার-এর একটি ভবনে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু করে। সংস্থাটির প্রধান হলেন মহাপরিচালক, যিনি সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যা ১ম গ্রেডে উন্নীত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ৩ (তিন) জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ, কারিগরী এবং রেগুলেটরী) তাঁর অধীনে থেকে সংস্থার সকল কাজ সমন্বয় করেন। বর্তমানে স্থায়ী কাঠামোতে ১৩০ (একশত ত্রিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ভবন

বিগত সময়ে অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজসমূহ

প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক:

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে (ক)কর্মশালা (খ)স্থানীয় প্রশিক্ষণ (গ) আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ (ঘ) সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরের মানব সম্পদ উন্নয়নে ২০১৬-২০১৮ বছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

আভ্যন্তরীন কর্মশালা:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মশালার বিষয়	হতে	পর্যন্ত	মেয়াদ (দিন)	ব্যয়িত সময় (ঘন্টা)	অংশগ্রহণকারী (জন)	জনঘন্টা
১	প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার কার্যালয় ও টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সমন্বয়	২২/০৫/২০১৭	২২/০৫/২০১৭	১	৮	১৮	১৪৪
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন	১০/০৭/২০১৭	১০/০৭/২০১৭	১	৮	৪৯	৩৯২
৩	SEA-ME-WE-4নেটওয়ার্ক	০১/০৮/২০১৭	০১/০৮/২০১৭	১	৮	১৬	১২৮
৪	ই ফাইলিং, ডাক আপলোড, নথি নিস্পত্তি করন	১৭/০৮/২০১৭	১৭/০৮/২০১৭	১	৮	১৪	১১২
৫	ই ফাইলিং, ডাক আপলোড, নথি নিস্পত্তি করন	২০/০৮/২০১৭	২০/০৮/২০১৮	১	৮	১৩	১০৪
৬	ই ফাইলিং, ডাক আপলোড, নথি নিস্পত্তি করন	২১/০৮/২০১৭	২১/০৮/২০১৭	১	৮	২০	১৬০
৭	ই ফাইলিং, ডাক আপলোড, নথি নিস্পত্তি করন	২২/০৮/২০১৭	২২/০৮/২০১৭	১	৮	১৯	১৫২
৮	Information and Communication Technology Management for Bangladesh	১০/১০/২০১৭	১০/১০/২০১৭	১	৮	৮	৬৪
৯	Broadband Mobile and Internet of Thing Network Planning	১২/১০/২০১৭	১২/১০/২০১৭	১	৮	৮	৬৪
১০	Spectrum Engineering and Cross-Border Radio Frequency Coordination	১৬/১০/২০১৭	১৬/১০/২০১৭	১	৮	৮	৬৪
১১	Conformity and Interoperability for Internet of Things (Part-1)	২২/১১/২০১৭	২২/১১/২০১৭	১	৮	১২	৯৬
১২	Conformity and Interoperability for Internet of Things (Part-2)	২৩/১১/২০১৭	২৩/১১/২০১৭	১	৮	১৩	১০৪
১৩	Basic Microsoft Word&Basic Microsoft Excel	৩০/১১/২০১৭	৩০/১১/২০১৭	১	৮	২৫	২০০
১৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন	১৪/১২/২০১৭	১৪/১২/২০১৭	১	৮	৩২	২৫৬
১৫	স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং (সেকশন-১), (সেকশন-২)	১৬/০১/২০১৮	১৬/০১/২০১৮	১	৮	৩৫	২৮০
১৬	নথি ব্যবস্থাপনা	০৮/০২/২০১৮	০৮/০২/২০১৮	১	৮	৩৮	৩০৪

১৭	DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh	২৬/০২/২০১৮	২৬/০২/২০১৮	১	৮	০৯	৭২
১৮	DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh	০৮/০২/২০১৮	০৮/০২/২০১৮	১	৮	০৯	৭২
১৯	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন	২৭/০৩/২০১৮	২৭/০২/২০১৮	১	৮	২৭	২১৬
২০	DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh	০২/০৪/২০১৮	০২/০৪/২০১৮	১	৮	০৯	৭২
২১	PPA -2006 এবং PPR-2008, e-GP	২৩/০৪/২০১৮	২৩/০৪/২০১৮	১	৮	১৫	১২০
২২	PPA -2006 এবং PPR-2008, e-GP	২৪/০৪/২০১৮	২৪/০৪/২০১৮	১	৮	১৪	১১২
২৩	Introduction to IP Telephony	২৫/০৪/২০১৮	২৫/০৪/২০১৮	১	৮	১১	৮৮
২৪	Introduction to IP Telephony	২৬/০৪/২০১৮	২৬/০৪/২০১৮	১	৮	১২	৯৬
২৫	Microsoft office	০৭/০৫/২০১৮	০৭/০৫/২০১৮	১	৮	১৪	১১২
২৬	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন	০৫/০৬/২০১৮	০৫/০৬/২০১৮	১	৮	২৯	২৩২
২৭	e-Service Implementation Plan of DoT	১০/০৬/২০১৮	১০/০৬/২০১৮	১	৮	২৪	১৯২
			মোট	২৭	২১৬	৫০১	৪০২৮

স্থানীয় প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রতিষ্ঠান/ স্থান	হতে	পর্যন্ত	মেয়াদ (দিন)	অংশগ্রহণকারী (জন)
১	DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও কুয়াকাটা ল্যান্ডিং ষ্টেশন, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিঃ	১২/০৩/২০১৭	১৫/০৩/২০১৭	৪	৯
২	DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও কুয়াকাটা ল্যান্ডিং ষ্টেশন, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিঃ	১৯/০৩/২০১৭	২২/০৩/২০১৭	৪	৯
৩	DWDM & Submarine Cable Nework of Bangladesh	টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও কুয়াকাটা ল্যান্ডিং ষ্টেশন, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিঃ	০২/০৪/২০১৭	০৫/০৪/২০১৭	৪	৮

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারের বিষয়	প্রতিষ্ঠান/ স্থান	অংশগ্রহণকারী (জন)	মেয়াদ
১	Seminar on Telecommunication Network Planning & optimization for Developing countries	চীন	২	২১ জুলাই-১০আগস্ট ২০১৬
২	Developing the ICT Ecosystem to harness internet-of -Things for Asia-Pacific Region	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	২	১৩-১৫ ডিসেম্বর ২০১৬
৩	Intelligent Networks, Value Added Services and Modern Switching Technology	মুম্বাই, ভারত	১	১৩ মার্চ-৫ মে ২০১৭
৪	Meeting of Working party 6c Programme production and quality assessment	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	২	২০-২৪ মার্চ ২০১৭
৫	Regional Preparatory Meeting (RPM-ASP) for the World Telecommunication Development Conference 2017	বালি, ইন্দোনেশিয়া	২	২১-২৩ মার্চ ২০১৭
৬	Internet and Ipv6 Infrastructure Security	ননথাবুড়ি, থাইল্যান্ড	২	০৮-১২মে ২০১৭
৭	Seminar on information and Communication Tecnology (ICT) management for Bangladesh	চীন	২	২২ আগস্ট-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৮	Spectrum Engineering and cross-Border Radio Frequency Coordination	চীন	২	১১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৯	Broadband Mobile and internet of thing network planning	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	২	১৯-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭
১০	ITU Telecom World 2017	দক্ষিণ কোরিয়া	৩	২৫-২৮সেপ্টেম্বর ২০১৭
১১	GSMA Mobile World congress 2018	স্পেন	১	২৬ ফেব্রুয়ারী-০১ মার্চ ২০১৮
১২	Indian Technical and Economic cooperation	ভারত	১	২৬ মার্চ-১৮ মে ২০১৮
১৩	Training Program on Monitoring RF Spectrum in Modern Wireless Era	কুনমিং, চীন	২	১৬-২০ এপ্রিল ২০১৮
১৪	CEBIT Conference	অস্ট্রেলিয়া	২	১৫-১৭মে ২০১৮
১৫	ITU Regional Worshop for CIS and Asia -Pacific regions on Big Data and Cloud Computing	তাসখন্দ, উজবেকিস্থান	১	১৯-২০ জুন ২০১৮

Discussion session during Training on- "Broadband Mobile and Internet of Things Network Planning" [Date- 19-09-2017 to 22-09-2017] Organised jointly- the ITU, the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and the Ministry of Digital Economy and Society (Thailand)

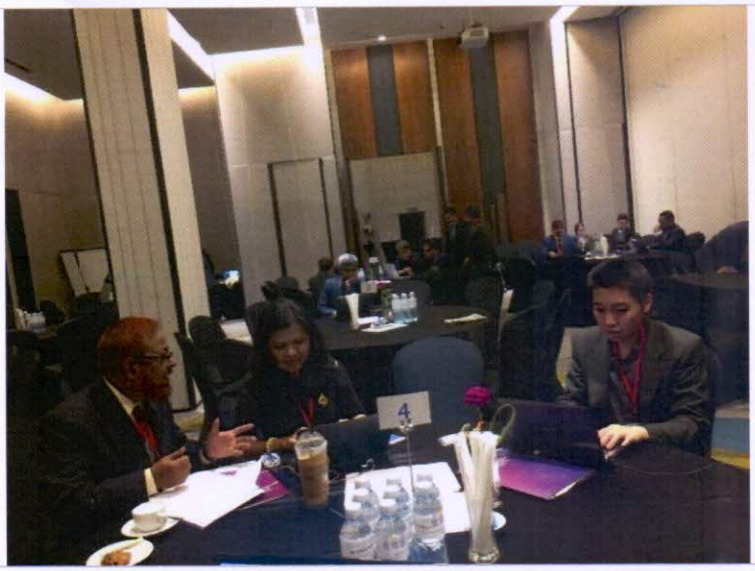

পিআরএল, লাম্প গ্র্যান্ট, জিপিএফ, ছুটি ইত্যাদি মঞ্জুরী সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বিলুপ্ত বিটিটিবি (বর্তমান বিটিসিএল)-এর সকল রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ন্যস্ত করা হয়েছে। ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যারা অবসরে যাচ্ছেন তাদের পিআরএল মঞ্জুরীপত্র, ১৮ মাসের ছুটি নগদায়ন ও পিআরএল সমাপনান্তে পেনশন সংক্রান্ত তথ্যাদি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পদোন্নতি কার্যক্রম:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠিত হওয়ার পর ইতোমধ্যে বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার-এর ১৫ (পনের) জন কর্মকর্তা পরিচালক (ইঞ্জি:) ও ১৯ (উনিশ) জন কর্মকর্তা জিএম (ইঞ্জি:) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এছাড়া সম্প্রতি বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার-এর কিছুসংখ্যক শূণ্য পদে জিএম (ইঞ্জি:), পরিচালক (ইঞ্জি:), বিভাগীয় প্রকৌশলী ও উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে পদোন্নতির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।তদুপরি নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী ও ৩য় শ্রেণীর বিলোপযোগ্য শূণ্য পদে পদোন্নতি প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে।

নিয়োগ বিধিমালা:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডার পদে নবনিয়োগের জন্য "টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫" প্রস্তুত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার আলোকে নন-ক্যাডার পদগুলোতে নবনিয়োগের জন্য নিয়োগ বিধিমালা তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে।

অফিস ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ:

- অফিস অটোমেশন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকল ডাটাবেজ সংরক্ষণের জন্য একটি আধুনিক নেটওয়ার্কিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- একটি নেটওয়ার্ক ল্যাবস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে ১২টি কম্পিউটার, ১টি রাউটার, ২টি নেটওয়ার্ক সুইচ এবং ১টি ফায়ারওয়াল আছে। বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কম্পিউটারসমূহে উইন্ডিজ ও লিনাক্স উভয় অপারেটিং সিস্টেমই ইন্সটল করা হয়েছে। এছাড়াও পরীক্ষামূলক একটি নূতন নেটওয়ার্ক তৈরীর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় টুলস ও টেস্ট গিয়ার আছে।
- প্রশিক্ষণ প্রদান, সভা পরিচালনা ইত্যাদির জন্য আধুনিক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও মাইক্রোফোন সিস্টেম সমৃদ্ধ একটি সুপরিসর কনফারেন্স কক্ষ তৈরী করা হয়েছে।
- ইমপ্লয়ী উপস্থিতি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লিভ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি ইত্যাদি চালু করা হয়েছে।
- যোগদান পত্র, নৈমিত্তিক ছুটির ফরম, অফিস মালামালের চাহিদাপত্র, পিআরএল ফরম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ফরম ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন সার্ভিস প্রদান বিষয়ে গেইটে একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রল প্রদর্শন করা হচ্ছে।

বায়োমেট্রিক (ইলেকট্রনিক) পদ্ধতিতে হাজিরা

অধিদপ্তরের প্রধান ফটকে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রল

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও শুদ্ধাচার কার্যক্রম:

ই-নথি-টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সকল দাপ্তরিক কাজ বর্তমানে ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। গত অর্থবছরে (২০১৬-২০১৭) দেশব্যাপী সকল সরকারী সংস্থার মধ্যে ই-নথি বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ৮ম স্থান অর্জন করে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-গত অর্থবছরে (২০১৬-২০১৭) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন সংস্থাগুলোর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ২য় স্থান অর্জন করে।

ওয়েব সাইট-টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটি এ-টু-আই ফরমেটে রূপান্তর করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ফরম (আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অফিস) ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত হয়েছে। ডিওটি'র বিভিন্ন অফিস আদেশ, দাপ্তরিক নোটিশ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হচ্ছে। টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রাপ্তি বিধিমালা ইত্যাদি এই ওয়েবসাইটে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ই-জিপি (ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং)-সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সাশ্রয়ী ও পূর্ণ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় বিষয়ে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম এখানে চলমান রয়েছে। ইতামেধ্যে অধিদপ্তর থেকে ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা ই-জিপি বিষয়ে সিপিটিউ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। গত অর্থবছরে (২০১৬-২০১৭) টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর থেকে মোট ১৩ (তের) টি দরপত্র ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

ডিজিটাল নোটিশ প্রেরণ-কাগজ-এর ব্যবহার কমিয়ে ডিজিটাল অফিস গড়ার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে অফিস আদেশ, নোটিশ, সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদির আভ্যন্তরীণ কপিসমূহ ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।

ইনোভেশন:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম কর্মরত রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) উক্ত টিমের প্রধান কর্মকর্তা। ইতোমধ্যে ইনোভেশন কাযক্রমের আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিদপ্তরে যোগদান পরবর্তী পদায়ন আদেশ, পিআরএল মঞ্জুরীপত্র, ১৮ মাসের ছুটি নগদায়ন ও পিআরএল সমাপনান্তে পেনশন সংক্রান্ত তথ্যাদি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের অফিস ভবনে Solar panelব্যবহারের মাধ্যমে Lighting System চালুকরন	অফিস ভবনের ছাদে Solar panel স্থাপন করে অফিস কম্পাউন্ডে বিদ্যুতের পাশাপাশি সোলার লাইটিং সিষ্টেম চালু করা	গ্রিন এনার্জি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও অর্থের সাশ্রয় হবে।
Human Resource and Pay Roll Mânagement চালুকরন	Database এবং Web ভিত্তিক Application Verification এবং Notification এবং মাধ্যমে Human Resource ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করা।	HRM ব্যবস্থাপনা আরো গতিশীল এবং সুবিধাভোগীদের জন্য সেবা পাওয়া আরো সুবিধাজনক করবে।
Retirementand Pension Management চালুকরন	Database এবং Web Verification এবং Notification-এর মাধ্যমে Retirement এবং Pension Benefit সেবাকে আরো শক্তিশালী করা।	Retirement and Pension Management সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার জন্য আরো সহজ ও শক্তিশালী করা।

নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা:

অফিস ভবনে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিত মহরার আয়োজন করা হচ্ছে। দপ্তরের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ১৬ চ্যানেলবিশিষ্ট আধুনিক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং তা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া দাপ্তরিক কর্মকান্ডে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কম্পিউটারগুলোতে এন্টিভাইরাস ও ফায়ারওয়াল স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়মিত আপডেটেড রাখা হচ্ছে।

অধিদপ্তর কম্পাউন্ডে অগ্নি নির্বাপন মহড়া

সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

বিভিন্ন আধুনিক অফিস আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। এসেট ও ইনভেন্টরী রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং এসেট ট্যাগিং করা হচ্ছে। অনুমোদিত TO&E অনুযায়ী ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের জন্য ১টি জীপ, ৩ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের জন্য ৩টি কার এবং ৪র্থ থেকে ৯ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য ৬টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।

মামলা ব্যবস্থাপনা:

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অথবা বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত এবং টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর/বিটিসিএল কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তকৃত কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে অধিদপ্তর থেকে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক প্যানেল আইনজীবি নিয়োগ:

দেওয়ানী আইন, ফৌজদারী আইন, শ্রম আইন, কোম্পানী আইন, চাকুরী সংক্রান্ত বিধিবিধান, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল আইন, চুক্তি আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, সরকারী পাওনা আদায়, সালিসি আইন, টেলিযোগাযোগ নীতিমালা সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা এবং রীট পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়সমূহের ব্যাপারে আইনী সহায়তার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬ (ছয়) জন আইনজীবিকে অধিদপ্তরের প্যানেল আইনজীবি হিসাবে ২ (দুই) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হয়েছে।

কমিটি ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ:

সুষ্ঠু কর্মসম্পাদনের জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে বর্তমানে বিভিন্ন কমিটি কর্মরত রয়েছে। যেমন- "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি", "আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণ সংক্রান্ত কমিটি", "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এপিএ কমিটি", "ইনোভেশন কমিটি", "নিরীক্ষা কমিটি" ইত্যাদি। এছাড়া কল্যাণ কর্মকর্তা, তথ্য অধিকার স্বপ্রণোদিত তথ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত , দপ্তর/সংস্থার অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কাজ করে চলেছেন। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের সেবার মান উন্নয়নে অফিস কক্ষে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক:

বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০১৬-২০১৮ অর্থবছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর-এর অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট ও মোট ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

আইটেম/ খরচের খাত	বাজেট বরাদ্দ (হাজার টাকায়)		মোট ব্যয় (হাজার টাকায়)	
	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
বেতন	৪৫৩৭৭৯.০০	৫৭১৫৬০.০০	৪৬১০৯২.৩০	৪৮২৩৬২.৮৯
ভাতাদি	১৬১৪২৮.০০	২১৩৬৩৫.০০	১৬০২৬৮.৯৮	১৭৫৯৪৬.৪০
সরবরাহ ও সেবা	২৫৪০১.০০	২৬৮০০.০০	১৭৩৯৬.৫৯	২০২৬৮.০৪
মেরামত ও সংরক্ষণ	৩০০০.০০	৫২২০.০০	২৮৮৬.৩৭	৪৭২২.৭৬
সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৪৩৪৭৫.০০	২১৯০০.০০	৩০৫০০.২৯	১৭৫২৩.৪৫
অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	১৪৬৮১৩৫.০০		৬০১৪২৬.৩৯	
সর্বমোট	**২১৫৫২১৮.০০**	**৮৩৯১১৫.০০**	**১২৭৩৫৭০.৯২**	**৭০০৮২৩.৫৪**

উল্লেখ্য, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের পর প্রথমদিকে অবসরে গমনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরভাতা ও আনুতোষিক সংক্রান্ত অর্থ অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে এপ্রিল-২০১৭ থেকে এই খাতের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ না করে তা সরাসরি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে অধিদপ্তরের বার্ষিক বাজেটে অবসরভাতা ও আনুতোষিক খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে না।

ডিজিটাল আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে Integrated Budget and Accounting System (IBAS++)-এর সাথে অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা (ব্যয় ও আয়) সংযুক্ত করা হয়েছে।বাজেট প্রণয়ণ, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ণ, পূণ:উপযোজন, ব্যয়ের সকল ধরণের বিল ভাউচার ইত্যাদি IBAS পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সম্পাদন করা হচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (পিআরএল ভোগরতসহ) বেতন, জিপিএফ, লাম্প গ্র্যান্ট, সকল ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সহস্রাধিক বিল ইত্যাদি Electronic Fund Transfer (EFT)/ অনলাইন ব্যাংক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

পেনশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজীকরণ:

বিলুপ্ত বিটিটিবি (বর্তমান বিটিসিএল)-এর সকল রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে ন্যস্ত করা হয়েছে। ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যারা অবসরে যাচ্ছেন, প্রশাসন শাখা থেকে তাদের পিআরএল, ১৮ মাসের ছুটি নগদায়ন ও চূড়ান্ত জিপিএফ সংক্রান্ত প্রশাসনিক মঞ্জুরীপত্র জারীর পর অর্থ শাখা থেকে উক্ত বিলসমূহ প্রস্তুতপূর্বক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর অডিট আপত্তি, গৃহনির্মাণ ঋণসহ সকল দেনা পাওনার হিসাব নিষ্পত্তিপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিক মঞ্জুরীপত্র জারীর পর পেনশন কেইসটি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার (সিএও টিএন্ডটি) কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২০১৬-২০১৮ এই দুই অর্থবছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন কেইস নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

জুন ২০১৮ মাস পর্যন্ত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
ও
সিএও (টিএন্ডটি) অফিস কর্তৃক পেনশন কেইস নিষ্পত্তির হিসাব

ক্রমিক নং	মাস	ডট হতে নিষ্পত্তিকৃত সংখ্যা	মঞ্জুরীকৃত আনুতোষিকের টাকা	সিএও (টিএন্ডটি) হতে নিষ্পত্তিকৃত সংখ্যা	পরিশোধকৃত আনুতোষিকের টাকা
১	নভেম্বর'১৬	৩	৭৮৭৯৮৫০	০	০
২	ডিসেম্বর'১৬	৬১	১৬২৭৭২২৬০	৩	৯২৫৭৫৫৮
৩	জানুয়ারী'১৭	৪৭	১০৯৩৬৭৬৮৫	৩৯	১০৭৮৩৭৩১০
৪	ফেব্রুয়ারী'১৭	৬৩	১৭০৪৮৬৭৫৪	৫০	১২০১১৬০০০
৫	মার্চ'১৭	৬১	১৫২৩০৯৫০৯	৪৬	১১৬৮৮৭৩৪০
৬	এপ্রিল'১৭	৬০	১৬০৩৬৪৪৬০	৫৬	১৩৮২৬৮৯৭৫
৭	মে'১৭	৮৫	২১৯৫৬৫৬৩১	৩৫	৯৫৭০৬৩৩৯
৮	জুন'১৭	৩০	৮২৪৭৬০৫০	৪৯	১৪০৭৫৬৮৯৯
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর		**৪১০**	**১০৬,৫২,২২,১৯৯**	**২৭৮**	**৭২,৮৮,৩০,৪২১**
৯	জুলাই'১৭	৪৬	১১২৭২৭৫৪৯	২২	৫৯৩২১৩৯৪
১০	আগষ্ট'১৭	৭৬	২১০৬৫৯২৮৮	৩০	৯১৮৬২৫৫৫
১১	সেপ্টেম্বর'১৭	৩৭	১০১৮৭২৪৬৫	৪১	১০৯২৪৮০৬৭
১২	অক্টোবর'১৭	৫৬	১৪২৫৮৯৬৬৪	১৪৪	৩৭৪৯২৬৩৩৫
১৩	নভেম্বর'১৭	৪৮	১১৬৩৬৩৪৯৯	৬২	১৪৪২২০২০৫
১৪	ডিসেম্বর'১৭	৫৩	১২৫৬১২৭২১	৬৭	১৭০২৭৯৭৬০
১৫	জানুয়ারী'১৮	৯২	২০৯৩৩২৪৭৮	৪১	৯৪২৩০৪০৮
১৬	ফেব্রুয়ারী'১৮	৮৫	১৮৫০৯২৬৭২	৬২	১৩৯৯৮১৬৮২
১৭	মার্চ'১৮	৫৮	১৩৫৩৭৬৯৬৬	৫০	১১১৫৭০৪৫৪
১৮	এপ্রিল'১৮	৮৩	১৮৮৮৫৪৮৯৮	১৩০	২৭৯১৯৭৭৯২
১৯	মে'১৮	৫৪	১১৮২৬২৭২৪	৭৪	১৬১৫২৮৫৩১
২০	জুন'১৮	৩৮	৯৫৯৫১৭৪৫	৭৩	১৬০৩৯২৮৪৬
২০১৭-১৮ অর্থ বছর		**৭২৬**	**১৭৪,২৬,৯৬,৬৬৯**	**৭৯৬**	**১৮৯,৬৭,৬০,০২৯**
সর্বমোট		**১১৩৬**	**২৮০,৭৯,১৮,৮৬৮**	**১০৪৪**	**২৬২,৫৫,৯০,৪৫০**

কারিগরি বিষয়ক:

টেলিযোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন কারিগরি মতামত ও সুপারিশ প্রদান:

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন, আধুনিক, মানসম্মত ও সাশ্রয়ী টেলিযোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় টেলিযোগাযোগ আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়নে সরকারকে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সহায়তা প্রদান করছে। কারিগরী বিষয়ক মতামতের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ৩ (তিন) বছরে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর-এর প্রধান অর্জনসমুহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত কারিগরী বিষয়বস্তুর নাম	মন্তব্য
১	Vehicle Tracking Sevice-এর সার্ভিস ও ট্যারিফ প্রস্তাব বিষয়ক	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
২	Microsoft Bangladesh Ltd.-এর সাথে BTRC-এর MoU সম্পাদন বিষয়ক	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
৩	বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড গঠন সংক্রান্ত মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল এবং এসোসিয়েশন অব আর্টিকেল প্রণয়ন	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
৪	বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট সংক্রান্ত	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
৫	বিটিআরসি কর্তৃক প্রস্তাবিত ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) গাইডলাইন	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
৬	বিটিআরসি কর্তৃক প্রস্তাবিত ICX গাইডলাইন সংশোধন বিষয়ক	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
৭	বিটিআরসি কর্তৃক প্রস্তাবিত Internet Protocol Telephone Service Provider (IPTSP) বিষয়ক	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
৮	Holding Demonstration on operation of South Asia Satellite in Bangladesh বিষয়ক	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
৯	থাইল্যান্ডের সাথে স্বাক্ষরিতব্য সমঝোতা স্মারকের খসড়া	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
১০	Request for Inputs for High-Level Bilateral Visits in different European Countries বিষয়ক	মতামত প্রদান করা হয়েছে।
১১	বিটিআরসি কর্তৃক প্রণীত ANS Operator's (Quality of Service) Regulations 2018-এর খসড়া	মতামত প্রদান করা হয়েছে।

কারিগরী এক্সপার্টাইজ হিসাবে বাইরের বিভিন্ন সংস্থার কমিটিতে অংশগ্রহণ:

বিভিন্ন সংস্থা, যেমন বিটিআরসি, বিটিসিএল, বিএসসিসিএল, টেলিটক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ইত্যাদির বিভিন্ন কমিটিতে নিয়মিতভাবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে কারিগরী বা মূল্যায়ন বিষয়ে স্কিলড সেবা ও মতামত প্রদান করেছেন এবং করছেন। নিম্নে কর্মঘন্টা (কত দিন কত জনঘন্টা) প্রদানের একটি তালিকা দেখানো হলো:

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	স্কিলড সেবা/মতামত/সভা'র বিষয়	অংশগ্রহণকারী (জন)	সময়	মেয়াদ (দিন)	ব্যয়িত সময়/ জনঘন্টা (ঘন্টা)
১	টেলিটক	3G Network সম্প্রসারণ Feasibility study	১	আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৭	৭	১৪
২	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	নিয়োগ পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যবেক্ষক	১	আগস্ট ২০১৭	১	৩
৩	বিটিসিএল	জুনিয়র Assistant Manager (Technical) and Assistant Manager (Technical) পদে নিয়োগ পরীক্ষা	১	জুন ২০১৭	৩	৮
৪	বিটিসিএল	Guest Lecturer, TSC Gazipur	১	ফেব্রুয়ারী ২০১৮	২	১০
৫	বিটিসিএল	Guest Lecturer, TSC Gazipur	১	এপ্রিল ২০১৮	২	৫
৬	টেলিটক	Mobile Number Portability Negotiation Committee	১	মে-জুন ২০১৮		
৭	বিটিসিএল	ANS Gateway ক্রয় বিষয়ে দরপত্র মূল্যায়ন	১		৮	১৬
৮	এনটিএমসি	সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত সভা	১	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৮	২	১৬
৯	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	গ্লোবাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্স সংক্রান্ত সভা	১	মে ২০১৮	১	
১০	বিটিআরসি	স্পেশাল মনিটরিং কমিটি	১	মার্চ ২০১৮	১	
১১	বিটিসিএল	"Supply of Router to enhance the capacity of IIG" ক্রয় বিষয়ে দরপত্র মূল্যায়ন	১	মার্চ-এপ্রিল ২০১৮		

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প বিষয়ক:

চলমান প্রকল্প:

১. "Cyber Threat Detection & Response" শীর্ষক প্রকল্প

ইন্টারনেট একদিকে যেমন বিশ্বব্যাপী অপরিমেয় সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অপরদিকে এর নেতিবাচক ব্যবহারের কারণে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিরাপত্তা ঝুঁকিও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে "Cyber Threat Detection & Response" শীর্ষক রাষ্ট্রীয় প্রকল্পটি টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ	(a) Monitoring of cyber threat related issues for blocking offending contents on Internet as per Government policy; (b) Enhance cyber security of the citizen from cyber related issues; (C) Ensure Internet in line with our social norms and values.
বাস্তবায়ন কালঃ	১ ডিসেম্বর ২০১৬ – ৩১ মে ২০১৮ (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)। ইতিমধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল ৩০ মে ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের বিবরণঃ	1. Installation of content monitoring and filtering equipment at different locations of 28 IIGs and 3 NIXs; 2. Installation of Network Operation Centre (NOC) at DoT office at Dhaka; 3. Provide access to NTMC and BTRC; 4. Provide training to build up a technical team for this field.
প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	মোটঃ ১৪৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা জিওবিঃ ১৪৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ০ (শূন্য)
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	২,১২,২৮,০০০/- (দুই কোটি বার লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা।
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দ	শূণ্য
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যয় (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	শূণ্য
প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি	১. প্রকল্পের মূল কাজের যন্ত্রপাতি স্থাপনের নিমিত্ত গত ৩১/০৫/২০১৮ খ্রি: তারিখেM/s TechValley Solutions Ltd, Dhaka, Bangladesh-এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তির বিপরীতে এলসি গত ১৯/০৬/২০১৮ খ্রি: খোলা হয়েছে। ২. চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ADP-তে ১০৩.১৮ কোটিটাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ৮২.৪৭ কোটি টাকা। ৩. প্রকল্পের এলসি'র বিপরীতে মার্জিন প্রদানের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার তিন কিস্তির টাকা ৬১.৮৫ কোটি অবমুক্তি পূর্বক প্রদান করা হয়েছে। মূল চুক্তির কাজ ডিসেম্বর-২০১৮ মধ্যে সম্পন্ন করা নির্ধারিত থাকায় এলসি মার্জিনের অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা প্রয়োজন বিধায় এডিপি বরাদ্দ সংশোধন করতে হবে।

	৪. ১২৫ কেভিএ জেনারেটর (DEG set) ক্রয়ের জন্য M/s EM Power Ltd.-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ৫. ২৫০ কেভিএ সাব-ষ্টেশন এবং সোলার প্যানেল ক্রয় কাজের জন্য যথাক্রমে M/s Acme Electronic Ltd. এবং M/s.Electro Solar Ltdএর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ৬. অফিস ভবনের উলম্ব সম্প্রসারণের পূর্ত কাজের জন্য বুয়েট কর্তৃক Detail Engineering Assessment(DEA) সম্পন্ন হওয়ার পথে। DEA পাওয়ার পর ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন পূর্বক টেন্ডার প্রক্রিয়া গ্রহন করা হবে। ৭. প্রকল্পের DPP সংশোধনের জন্য প্রস্তাব অচিরেই প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ৮. মে ২০১৮ পর্যন্ত ৫৭.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা আর্থিক অগ্রগতি ২৭.০৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ১৬%। এডিপি অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ১০৩.১৮ কোটি টাকা।

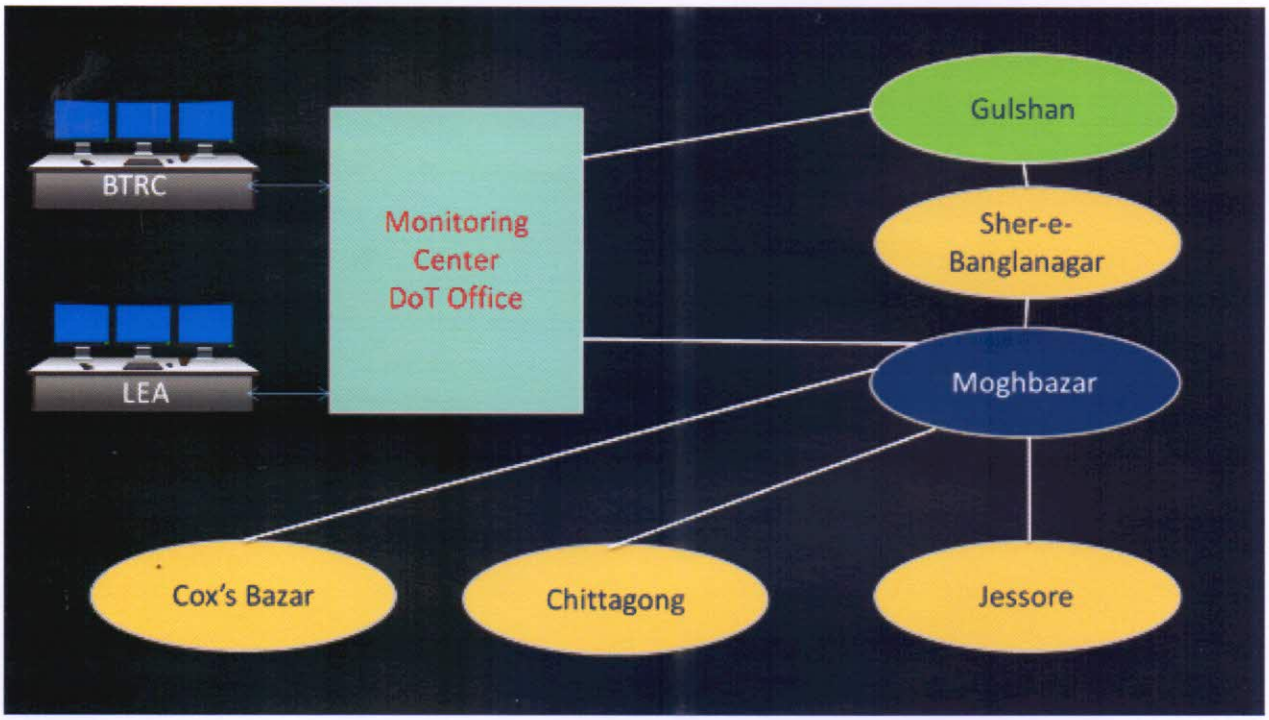

প্রকল্পের কারিগরী ব্লক ডায়াগ্রাম

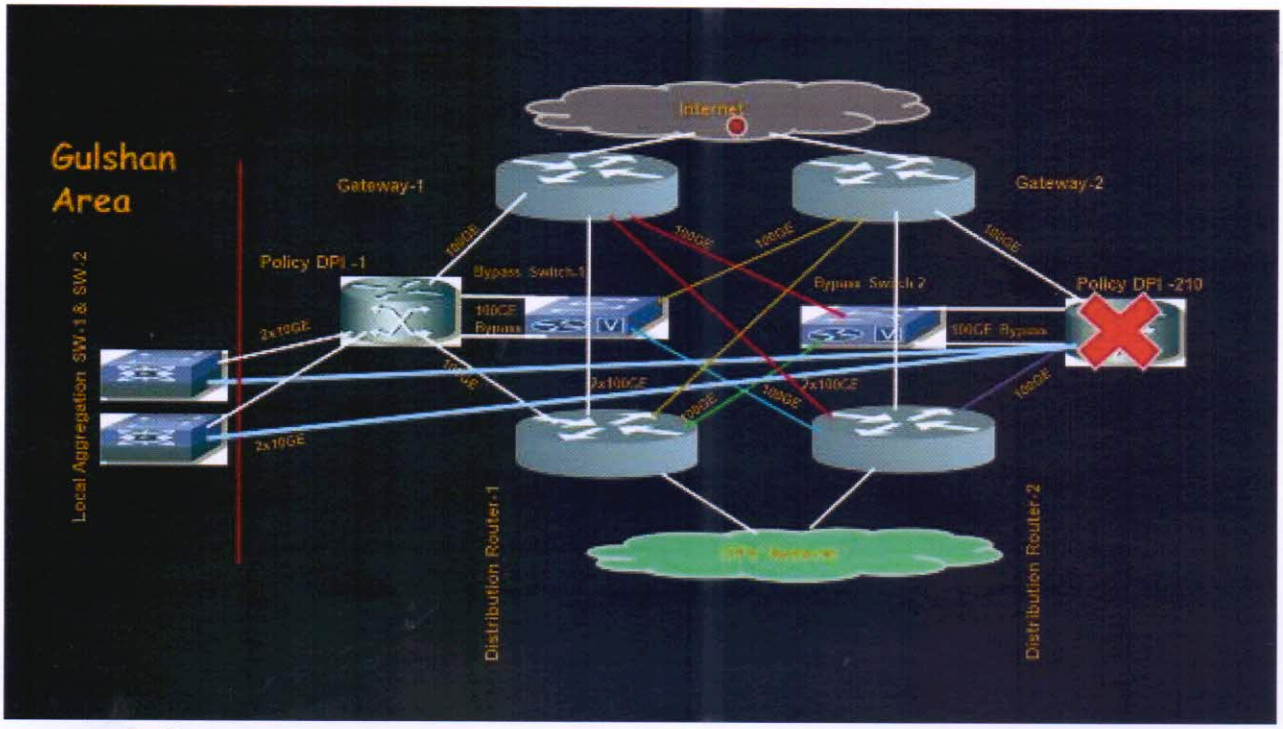

প্রকল্পের কারিগরী ব্লক ডায়াগ্রাম

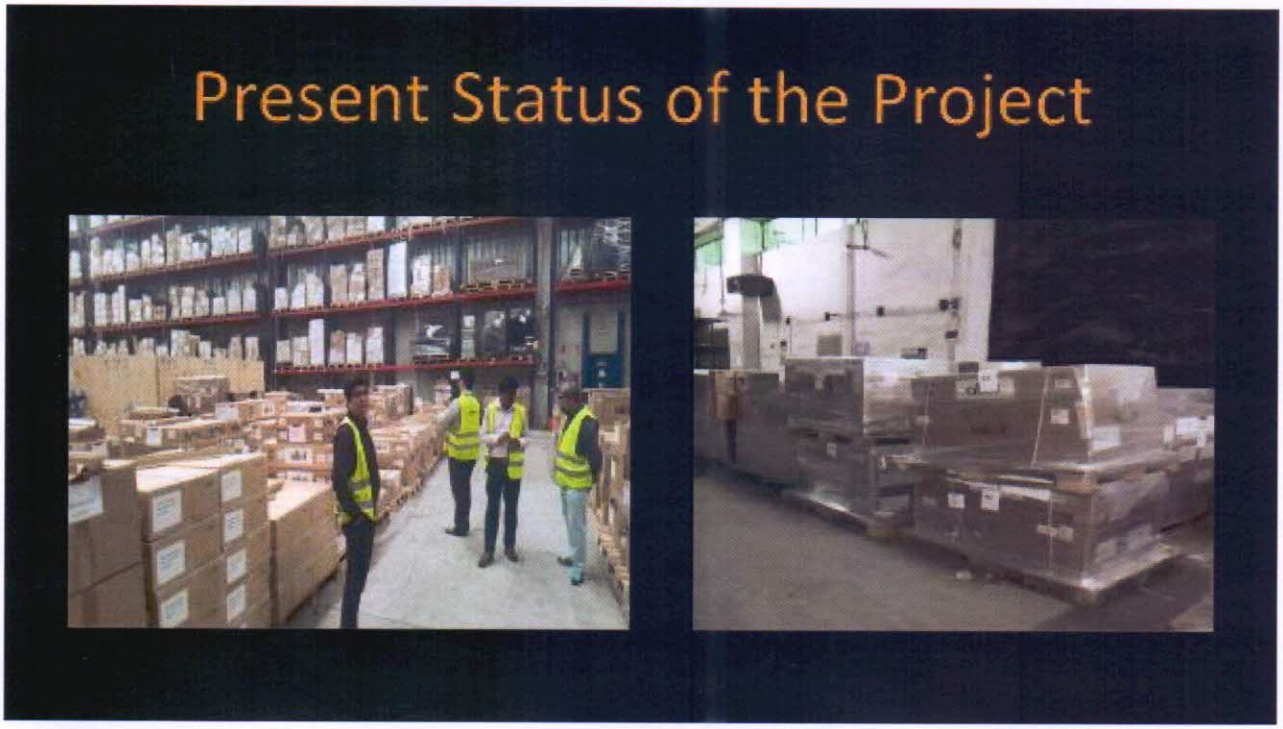

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

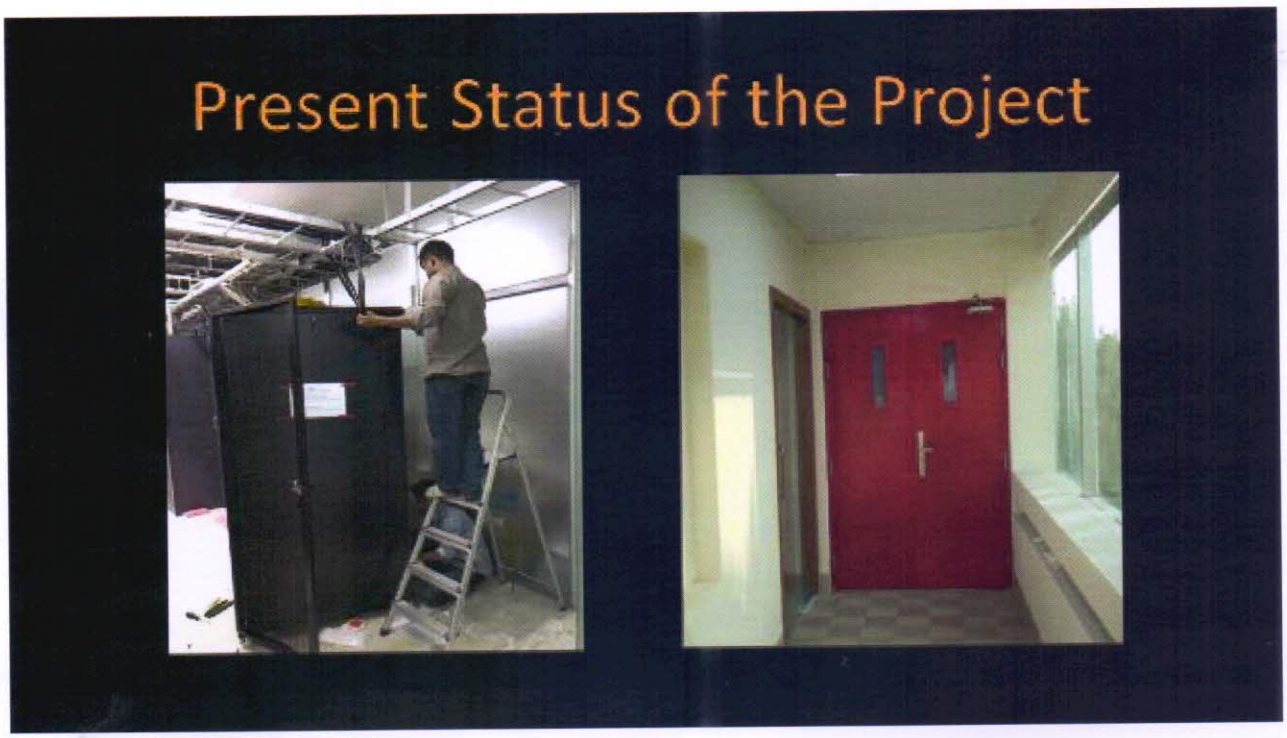

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০১১-এর আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য "e-Retirement and Pension Management" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ	Analyzing Requirements, designing, development, Installation, Implementation and maintenance of web based integrated Retirement and Pension Management for the employees of Department of Telecommunications (DoT)
প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের বিবরণঃ	1. Web portal and sms-based work flow software, relevant to processing the Pension and Retirement applications. 2. Keeping employee database 3. Online submission of PRL, Final GPF and Pension Applications& associated documentsby employee (e-Application). 4. Verification of those documents, processing of those documents etc (e-Verification). 5. Sending of notice, information to the applicants through an SMS Gateway (e-Notification). 6. Processing of specific output of the software to generate e-Joining letter, e-lump grant, e-ELPC letter issue, e-Sanction memo letter, EFT transfer, Audit letter issue, e-Bill issue etc. 7. Maintaining an orderly archive of all the documents received, processed and generated. 8. Intregation with NID, other telecom operators and Education Boards
বাস্তবায়ন কালঃ	এপ্রিল ২০১৮ – সেপ্টেম্বর ২০১৯ (আনুমানিক)
প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	৩২ লক্ষ টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি	দরপত্র বিনির্দেশ তৈরী করা হয়েছে এবং কারিগরী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য RFQ/EOI প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

কারিগরী বিষয়টি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

Sl No	Services/ Functions Name	Major Actions/ Steps	Possible e-Service Feature/ Modules	Platform (Web/Apps)	Integration Scope
১	অবসর গমণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনসন সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানের Web Portal	PRL application Verification Notification for Wanting (if any) PRL & Lump grant issue and notify Application for final GPFApplication for final GPF Verify, issue & notify Application for Pension Verify, issue, Notify	e-application e-notification e-filling e-notification e-notification	web appclication SMS, email	NID, Edu Board sms gateway, telco

৩. ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০১১-এর আওতায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য "Human Resource and Pay Roll Management" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ	Analyzing Requirements, designing, development, Installation, Implementation and maintenance of web based integrated Human Resource and Pay RollManagement for the employees of Department of Telecommunications (DoT)
প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের বিবরণঃ	1. Web portal and sms-based work flow software, relevant to handle the Human Resource and Pay Roll Management system. 2. Keeping uptodate employee database 3. Online submission of different leave applications (Earn Leave, Ex-Bangladesh Leave, RR Leave), loan application from GPF, loan applications to purchase motor vehicle, computer, or to construct house property, application for service permanent, Lienby employee (e-Application). 4. Verification of those documents, processing of those documents etc (e-Verification). 5. Sending of notice, information to the applicants through an SMS Gateway (e-Notification). 6. Processing of specific output of the software to generate e-Leaveorder letter, e-Loan sanction letter, e-Lien order letter, e-Service permanent order etc. 7. Maintaining an orderly archive of all the documents received, processed and generated. Intregation with NID, other telecom operators and Education Boards
বাস্তবায়ন কালঃ	এপ্রিল ২০১৮ – সেপ্টেম্বর ২০১৯ (আনুমানিক)
প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ	৫২ লক্ষ টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি	দরপত্র বিনির্দেশ তৈরী করা হয়েছে এবং কারিগরী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য RFQ/EOI প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

কারিগরী বিষয়টি সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

Sl No	Services/Functions Name	Major Actions/ Steps	Possible e-Service Feature/ Modules	Platform (Web/Apps)	Integration Scope
১	কর্মকর্তা কর্মচারিগণের চাকুরি বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের Web Portal	Database development Regular update	Database Web based Application to interact with the Database SMS E-mail	web appclication SMS, email	NID, Edu Board sms gateway, telco
২	অর্জিত ছুটি ব্যবস্থাপনা	Receive application Verify, issue & notify	e-application e-notification e-filling	web appclication SMS, email	sms gateway, telco
৩	অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ) ব্যবস্থাপনা	Receive application Verify, issue & notify	e-application e-notification e-filling	web appclication SMS, email	sms gateway, telco
৪	শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি ব্যবস্থাপনা	Receive application Verify, issue & notify	e-application e-notification e-filling	web appclication SMS, email	sms gateway, telco
৫	সাধারন ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রীম মঞ্জুরি	Receive application Verify, issue & notify	e-application e-notification e-filling	web appclication SMS, email	sms gateway, telco
৬	গৃহনির্মাণ, মোটরযান ও কম্পিউটার ঋন	Receive application Verify, issue & notify	e-application e-notification e-filling	web appclication SMS, email	sms gateway, telco
৭	চাকুরি স্থায়ীকরন বিষয়ক প্রশাসনিক ব্যবস্থা	Receive application Verify, issue & notify	e-application e-notification e-filling	web appclication SMS, email	sms gateway, telco
৮	লিয়েন বিষয়ক প্রশাসনিক ব্যবস্থা	Receive application Verify, issue & notify	e-application e-notification e-filling	web appclication SMS, email	sms gateway, telco

ভবিষ্যৎ প্রকল্প পরিকল্পনা:

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর-এর জন্য একটি আধুনিক নিজস্ব অফিস ভবন নির্মান করা।
- "সাইবার থ্রেট ডিটেকশন এন্ড রেসপন্স" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এ্যাপ্লিকেশন যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি ওয়েবসাইট থেকে অনভিপ্রেত কনটেন্ট ব্লক করা, জনসাধারনের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন কনটেন্টসমুহে প্রবেশাধিকার দেয়া, জনসাধারনের জন্য ক্ষতিকর এমন সাইটসমূহে প্রবেশাধিকার প্রতিরোধ করাসহ দেশের ইন্টারনেটভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত করা।
- অধিদপ্তরের জনবলকে টেলিযোগাযোগ খাতের আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন ইত্যাদি প্রণয়ন এবং তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করা।

বিবিধ

অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতা:

স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরী হতে উত্তরন (Gradation from LDC Category) স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে একটি মাইল ফলক ও সবিশেষ অর্জন। এ সাফল্যকে জাতীয় পর্যায়ে উদযাপনের অংশ হিসেবে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ মাসেটেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক অথবা সমপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনলাইনে ***"রূপকল্প-২০২১: প্রেক্ষিত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ খাতের ভূমিকা"*** শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ:

প্রাপ্ত স্থান	বিজয়ী প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রথম	মারজান আক্তার	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী।
ি তীয়	হিরন্ময় রায়	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
তৃতীয়	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

গত ২৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বিটিআরসি'র সম্মেলন কক্ষ, আইইবি ভবনে উক্ত বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর নিজস্ব কোন অফিস ভবন নেই। বিটিসিএল এর তেজগাঁওস্থ ট্রেনিং সেন্টার এর একটি ভবনে সাময়িকভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর এর দাপ্তরিক ভবন নির্মানের জন্য জমি বরাদ্দকরণ ও একটি আধুনিক ভবন নির্মানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি অনুমোদিত না হওয়ায় নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। নিয়োগবিধির চূড়ান্ত অনুমোদন একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ফটোগ্যালারি

বিটিসিএল-এর ভবন ব্যবহারের জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিটিসিএল-এর মধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বিটিসিএল-এর মধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মহোদয়কে ডিওটিতে আগমন উপলক্ষে শুভেচ্ছা স্মারক 'ক্রেস্ট' প্রদান

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান

অধিদপ্তর ভবনের সম্মুখে মহাপরিচালক মহোদয়সহ কর্মকর্তাবৃন্দ

ডিজি সিটিইউ-এর সাথে মহাপরিচালক ডিওটি মহোদয়

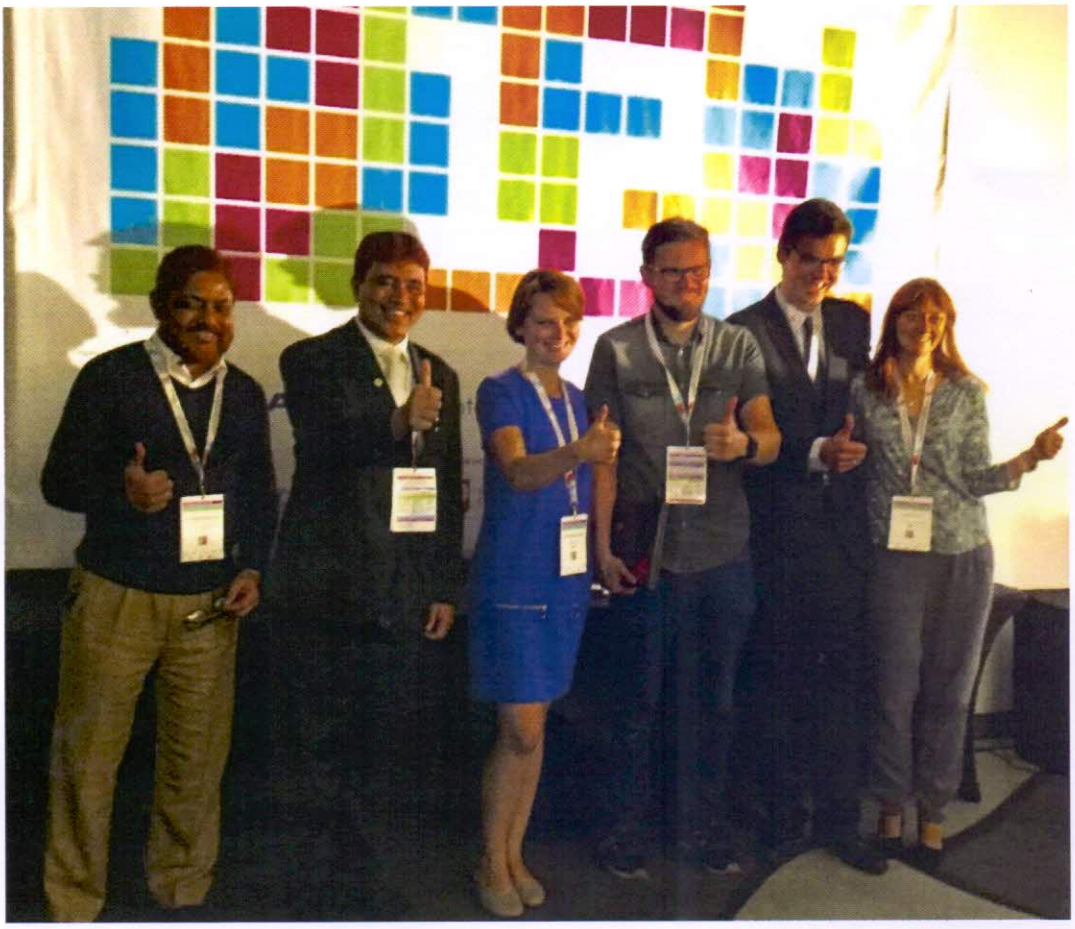

পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত "Keeping Children and Young People Safe Online' বিষয়ক কর্মশালায়

জেনেভাতে অনুষ্ঠিত "Programme Production and Quality Assessment" বিষয়ক ওয়ার্কশপ

নবাগত মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে সভাকক্ষে মিটিং

অভ্যর্থনা কক্ষ ও অভ্যর্থনাকারীবৃন্দ

মহাপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে মিটিং

অধিদপ্তর ভবনের সম্মুখে কর্মকর্তাবৃন্দ (১)

অধিদপ্তর ভবনের সম্মুখে কর্মকর্তাবৃন্দ (২)

অধিদপ্তর ভবনের সম্মুখে কর্মচারীবৃন্দ